প্রথম আলো

তারিখ 30 DEC 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলে

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

মিটফোর্ড প্রতিবেদক ●

নির্বাচনের ফলাফল মহাজোটের দিকে ঝুঁকে পড়ার পরপরই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
হলগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে ছাত্রলীগ। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা গত
সোমবার হল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই ছাত্রলীগের কর্মীরা কক্ষে কক্ষে ত
ঝুলিয়ে নিজেদের দখল বুঝে নেন। তবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা দাবি কর
দখলের এসব ঘটনা ঘটেনি।

অন্যদিকে পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের দখল
গতকাল রাতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলা

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সং

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ১০ জন
আহত হয়েছেন। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা সাতটি কক্ষ
ভাঙচুর করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

হল সূত্র জানায়, গতকাল বিকেল
থেকে নির্বাচনী ফলাফল আসতে শুরু করার
পরেই ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের নেতা-
কর্মীরা হল ছেড়ে চলে যায়। এর পরই
হলের দখল নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় ছাত্রলীগের
দুই পক্ষ।

সংঘর্ষে আহত ছাত্রলীগ নেতা মুনতাহি
রেজা বলেন, গতকাল রাত আটটার দিকে
তিনি ও অন্যরা ছাত্রাবাসে বসে টেলিভিশন
দেখছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগের নিটল
গ্রুপ বহিরাগতদের নিয়ে তাঁদের ওপর
অতর্কিতে হামলা চালায়। এরা একে একে
ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলার ২০০৩ থেকে
২০০৯ নম্বর কক্ষ ভাঙচুর করে। পরে তাতে
আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তিনি, আরাফাতুর
রহমানসহ প্রায় ১০ জন আহত হন।

তবে নিটল বলেছেন, ছাত্রলীগ নেতা
রেজা গতকাল রাতে ৩০টি কক্ষে নিজের
নাম লিখে তাতে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ
নিয়ে কনিষ্ঠ ছাত্ররা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ
নিয়ে গতকাল তাঁদের মধ্যে প্রথমে
হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে রেজা
কক্ষের ভেতরে ঢুকে পড়েন। এ সময় অপু
নামের এক ছাত্র দুটি গুলি ছোড়েন। এতে
দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ধরিয়ে দেয়। ঘটনার পর দল নিয়ে
ঘটনাস্থলে আসেন।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম
আজহার *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্রলী
দুই পক্ষের সংঘর্ষের পর তিনি রা
মধ্যেই সবাইকে হল ত্যাগের নির্দেশ দে

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান
জসীমউদ্‌দীন হল, সূর্য সেন হল ও মুহ
হলের ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা গত রা
হল ছেড়ে যান। এরপর ছাত্রলীগের নে
কর্মীরা বিভিন্ন কক্ষে তালা ঝুলিয়ে সেগু
নিজেদের দখল নেন। এ ঘটনায় সাধা
ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
ছাড়াও ছাত্রদলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ন
কর্মীদের কেউ কেউ দলবদল করে এ
ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছ
জানান, নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিত
পারলেও ছাত্রলীগ দখলের পুরোনো সংস্কৃ
থেকে বের হতে না পারায় তাঁরা আতঙ্কি
তাঁদের আশঙ্কা, দখলের এই রাজনীি
কারণেই যেকোনো সময়ে ক্যাম্পাসে
ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটতে পারে। এ ছা
ছাত্রলীগের অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতি নিে
সাধারণ ছাত্ররা আতঙ্কিত।

আওয়ামী লীগের একটি
জানিয়েছে, যেসব কক্ষে ভাঙচুর ক
হয়েছে বা যারা হল ছাড়তে বাধ্য হয়ে
তাদের পুনরায় হলে এনে নিজ নিজ ক